উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশনার ১২ বছর পূর্তি

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১২
সংখ্যা ৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ের এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত

এইডস বিষয়ক কমিটিকে আরো কার্যকর করার উপর গুরুত্বারোপ

সিরাজুল ইসলাম ও ফারাহানা ইয়াসমিন।। বার্তা প্রতিনিধি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর যৌথ সহযোগিতায় সেভ দ্য চিলড্রেন এর বাস্তবায়নে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল গত ১০ অক্টোবর ২০১৩ সকাল সাড়ে দশটায় চিটাগাং ক্লাব মিলনায়তনে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক বিভাগীয় পর্যায়ের এক এডভোকেসী সভা আয়োজন করে। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ এম. সরফরাজ খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত এডভোকেসী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ, চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি জনাব মোশারফ হোসেন। জনগুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় পর্যায়ের এই সভাটি অত্যন্ত উপভোগ্য এবং কার্যকরভাবে সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী, গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডঃ মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। এডভোকেসী সভায় চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন স্তরের >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

ঘাসফুল CHWEVT প্রকল্প

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের কল্যাণে যথার্থভাবে কাজ করতে হলে প্রথমে নিজেদের প্রস্তুতি প্রয়োজন

জোবায়দুর রশীদ।। বার্তা প্রতিনিধি : গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে" CHWEVT " প্রকল্পের দুইদিনব্যাপি স্টাফ ওরিয়েন্টেশন প্রকল্প অফিসে সম্পন্ন হয়। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু ও ঘাসফুল এসডিপি-প্রধান আনজুমান বানু লিমা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী প্রকল্পের সর্বোচ্চ সফলতা আশা করে বলেন, এ প্রকল্পে কাজের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা অর্জনের জন্য সবাই একযোগে কাজ করবে এবং সকল কাজে যাতে সর্বোচ্চ মান বজায় থাকে সে জন্য সুন্দর ও কার্যকর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের কল্যাণে কাজ করতে প্রথমে নিজেদের যথাথ প্রস্তুতি প্রয়োজন রয়েছে। দুইদিনব্যাপি এই ওরিয়েন্টেশনে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অর্জিত ফলাফল, আউটপুট, ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা ও কর্ম এলাকায় যে সকল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু জড়িত তার তালিকা চুড়ান্তকরণ, লগফ্রেম, তিন বছরের একশান প্ল্যান চুড়ান্তকরণ, রিপোর্টিং, মনিটরিং ও ডাটা কালেকশন সিস্টেম, স্টাফ >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচী

হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে টেকসই উন্নয়নে কাজ করছে ঘাসফুল

সফিকুছ সালেহ।। বার্তা প্রতিনিধি : পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এর উদ্যোগে হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় গত ২২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত ওয়ার্ডভিত্তিক বসতবাড়িতে সাড়ে ছয়শত কৃষি পরিবারকে সবজি চাষ করার লক্ষ্যে শীতকালীন মৌসুমী সবজি বীজ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য ২২ ডিসেম্বর ঘাসফুল সমৃদ্ধি কার্যালয় ও ২৪ ডিসেম্বর স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় এবং পরবর্তীতে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে চাষীদের কাছে এই সবজি বীজ বিতরণ করে। সবজি বীজগুলো বিতরণের সময় মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব গিয়াস উদ্দিন এবং স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বারগন উপস্থিত ছিলেন। এসব বিতরণকৃত সবজি বীজগুলোর মধ্যে রয়েছে; লালশাক, মুলাশাক, পালংশাক, কপিশাক, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, ঢেড়স, টমেটো, বরবটি ও ধনিয়ার বীজ। বিতরণকৃত বীজ দিয়ে সাড়ে ছয়শত কৃষক পরিবার এবারের শীত মৌসুমে মেখলের সর্বমোট বার'শ শতক কৃষিজমি আবাদ করে। আশার কথা, ঘাসফুল বিতরণকৃত সবজি বীজ দিয়ে কৃষকেরা নিজ বসতবাড়ীতে লাগিয়ে আশানুরূপ ফলাফল পেয়েছে। উল্লেখ্য বীজগুলো বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়। >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

গ্রীন মাইক্রোফিন্যান্সঃ ফেনীতে ঘাসফুল বায়োগ্যাস প্রকল্প গ্রাহক উদ্বুদ্ধকরণ সভায় বক্তাগণ

বায়োগ্যাস ব্যবহারে যেমন পরিবেশ রক্ষা হয় তেমনি প্রাণীসম্পদ রক্ষায়ও ভূমিকা রাখা সম্ভব

মোঃ সেলিম।। বার্তা প্রতিনিধিঃ ইডকলের সহায়তায় ঘাসফুল বায়োগ্যাস প্রকল্প এর উদ্যোগে গত ০৭ নভেম্বর ২০১৩ সকাল ১০টায় ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলায় ঘোপাল ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এক গ্রাহক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাগলনাইয়া উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব আবু আহমেদ ভূইয়া। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এবং প্রধান আলোচক ছিলেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মো আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটিতে সকাল থেকেই স্থানীয় লোকজন জমায়েত হতে শুরু করে এবং বায়োগ্যাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য শুনেন। অনুষ্ঠানে ইডকল প্রতিনিধি ও প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী জনাব শহীদুল আলম বায়োগ্যাসের ইতি-বৃত্তান্ত, সুফল এবং স্থাপনের সকল প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ জীবনে চিরসবুজ বনানী, গাছ-গাছালী অক্ষত রাখতে বায়োগ্যাসের বিকল্প নেই। প্রতিবছর গৃহস্থ রান্না-বান্না করতে গ্রামের অনেক গাছ কেটে ছোট ছোট জঙ্গল/বনগুলো উজাড় করে ফেলা হয়। এরকম বৃক্ষ >> বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় >>

নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্রের ৮ বছরে পদার্পণ

হাটহাজারীতে তথ্যপ্রযুক্তি সেবার আওতায় গ্রামের সাধারণ মানুষ

মনিকা বড়ুয়া। বার্তা প্রতিনিধি : ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র দীর্ঘ আট বছর ধরে তথ্য প্রযুক্তি সেবা নিয়ে কাজ করছে গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে। ২০০৭ সালে হাটহাজারী উপজেলার সংস্থার সরকারহাট শাখায় যাত্রা শুরু করে 'ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র'। ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র' শুরুতে ডি-নেট এর সহযোগিতায় এই কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদ শেষে ঘাসফুল নিজস্ব অর্থায়নে এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। মূলত: পল্লী অঞ্চলের সাধারন গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির সুফল পৌছাতে এবং তাদের সন্তানদের তথ্যপ্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তুলতে এই অগ্রযাত্রা। পল্লী অঞ্চলে কৃষকের কৃষিকাজে, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়, রোগীদের চিকিৎসাসেবায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠিরশিল্পে তথ্যগত সেবা, চাকুরীপ্রার্থীদের চাকুরী সংবাদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের ভর্তি সংবাদ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেটের ব্যবহারসহ রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যসেবায় নিরলসভাবে কাজ করছে ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র'।

হাটহাজারী মেখল ইউনিয়ন টেকসই

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> **বৈকালিক শিশুশিক্ষা কার্যক্রম ঃ** মেখল ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডে শিশুশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে বৈকালিক শিশুশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ১৮ জন শিক্ষিকা নয়টি ওয়ার্ডে ১৮ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪০৭ জন শিশুর অংশগ্রহণে বৈকালিক শিশুশিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচীর মাধ্যমে মেখল ইউনিয়নের আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং যে কোন ধরণের জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই কর্মসূচীর আওতায় ১জন স্বাস্থ্য সহকারী এবং ১৬জন স্বাস্থ্যসেবিকা কাজ করছে। স্বাস্থ্য-সেবিকাগন মেখল ইউনিয়নে ৬,৫৬২ টি পরিবার জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। স্বাস্থ্য সহকারী ও একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্টেটিক ক্লিনিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে গত ৩ মাসে ২২ জন পুরুষ, ১০৯ জন নারী এবং ১০০ জন শিশুসহ মোট ২৩১ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ: স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে আরও নিবিড় করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচী স্বাস্থ্যসেবিকাদের জন্য গত ২০-২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ তিনদিন ব্যাপী "প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক" এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিক্যাল অফিসার জনাব ডাঃ অরবিন্দ চাকমা এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচীর স্বাস্থ্য সহকারী মেহেদি ইনাম। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন ঘাসফুলের মাইক্রোফিন্যান্স প্রধান জনাব লুৎফুল কবীর চৌধুরী।

শতভাগ স্যানিশন : মেখল ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিশেন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবার পর্যায়ে ৪৪৫ টি পরিবারকে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে স্যানিটারী টয়লেট নির্মাণের জন্য একটি স্লেভ-কমোটসহ ৫টি করে রিং বিতরণ করা হবে। স্যানিটারী টয়লেট নিমার্ণের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় আগামী এপ্রিল ২০১৪ এর মধ্যে স্যানিটারী টয়লেট বিতরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া মেখল ইউনিয়নের সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে শতভাগ স্যানিটেশনের জন্য ৩৪ টি শিক্ষা / সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর কাছ থেকে চাহিদা নিরূপণ করা হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ১টি করে স্যানিটারী লেট্রিন ও ১টি করে টিউবওয়েল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া মেখল ইউনিয়নের ১৫টি স্থানে কাঠ ও বাঁশের সাঁকো স্থাপন করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

পটিয়ায় চলছে ব্র্যাক এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ইএসপি)

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> পুস্পার্ঘ্য অর্পন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল ইএসপি এর ০৮টি স্কুলের শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীগণ এবং অভিভাবকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব গাজী মোঃ আলী সোহেল। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কাশিয়াইশ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল কাশেম এবং বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন বুধপুরা গ্রামের ইউপি সদস্য মোঃ আবদুর রহিম। অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা নাচ, গান, ১০০মিটার দৌড়, চেয়ার প্রতিযোগিতা, অংক খেলাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা শেষে আগত অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অতিথিগণ ঘাসফুল এর এধরণের আয়োজনে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে ঘাসফুলের এধরণের যে কোন সৃজনশীল আয়োজনে তারা পাশে থাকবেন। অতিথিবর্গ আরো বলেন, ঘাসফুল সুবিধাবঞ্চিত পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা ও মনন বিকাশে যে ধরণের আন্তরিকতা ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তাতে স্থানীয় সকলের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা উচিত। অনুষ্ঠানটির সার্বিক আয়োজনে ছিলেন ঘাসফুল ইএসপি এর প্রোগ্রাম অর্গানাইজার জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন।

মানবসম্পদ উন্নয়নঃ পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ

- পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে Accounts & Financial Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৯ নভেম্বর- ০১ ডিসেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শাখা হিসাবরক্ষক অপু বিশ্বাস।
- পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে গত ৩-৭ ডিসেম্বর ২০১৩"কৌশল গত পরিকল্পনা" শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাঈম-উল-আলম ও জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী।
- পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে গত ১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ "পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন" শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন।

ঘাসফুল (CHWEVT) প্রকল্প

>> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >> অরগানোগ্রাম ও দায়িত্ব , বাজেট, ডিড অব এগ্রিমেন্ট ও এডমিনিস্ট্রেটিভ বিষয়ে আলোচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইলমা এর প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু ও ঘাসফুল এসডিপি এর সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা তাদের বক্তব্যে প্রকল্পের সকল কাজে কার্যকর ও সার্বিক সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

যুক্তরাজ্যের কমিক রিলিফ এর প্রতিনিধি ঘাসফুল CHWEVT প্রকল্প পরিদর্শন : যুক্তরাজ্যের কমিক রিলিফ এর কনসালটেন্ট হেলেন রহমান ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘাসফুল CHWEVT প্রকল্পের কর্ম-এলাকা পরিদর্শন করেন। ঘাসফুলের কর্ম-এলাকা কদমতলী আলো সিঁড়ি ক্লাবে শ্রমজীবি শিশু, অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করেন, তারপর পশ্চিম মাদারবাড়ী এলাকায় শ্রমজীবি শিশুর কর্মস্থল ও পোস্তারপাড় আসমা খাতুন সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এর পর সদস্য সংস্থা ওয়াচের কর্ম-এলাকা রেলওয়ে সিগন্যাল কলোনীতে মুচি সম্প্রদায়ের শিশু ও অভিভাবক ও ঝাউতলা বিহারী কলোনীতে স্থানীয় বিহারী কমিউনিটির সাথেও মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনদলটি সদস্য সংস্থা ইলমার রৌফাবাদ কলোনীতে শ্রমজীবী শিশু ও অভিভাবকদের সাথে তাদের অধিকার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

প্রকল্পের ফিল্ড ফ্যাসিলেটরদের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন : গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ইং তারিখে প্রকল্পের ফিল্ড ফ্যাসিলেটরদের নিয়ে প্রকল্প কার্যক্রমের উপর এক ওরিন্টেশন কার্যক্রম জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে সম্পন্ন হয়। এতে ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচ এর ২৪ জন ফিল্ড ফ্যাসিলেটর ও প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

CHWEVT প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারীর তথ্য সংগ্রহ : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫টি ওয়ার্ডের মোট ২৪টি এলাকায় শ্রমবাজারে প্রবেশের ঝুঁকিতে থাকা ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। CHWEVT প্রকল্পের আগামী ২০১৪ সালের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মোট ১৯৯২ জন বেনিফিশিয়ারীর তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়।

নওগাঁর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চক্ষুসেবা

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঘাসফুল উপকারভোগী সদস্যসহ নগরীর সাধারন মানুষও ছিলেন।

ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের ০৪টি আইক্যাম্প সম্পন্ন: অক্টোবর- ডিসেম্বর'২০১৩ তিন মাসে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলার ঘাসফুল কর্মএলাকায় চারটি আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত আইক্যাম্পে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিনামুল্যে চক্ষুসেবা দেয়া হয়। তাছাড়া সংস্থার নেয়ামতপুর শাখায় প্রতিদিন চক্ষু চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের সেবা প্রদান সম্পর্কে উত্তরাঞ্চলের এক উপকারভোগী বলেন, অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা মানুষ ঘরের কাছে পেলেও চক্ষুসেবা পাওয়া এতদাঞ্চলের মানুষের কাছে কঠিন ছিল। এখন ঘাসফুল ভিশন সেন্টারে প্রতিদিন চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেয়াতে এলাকার সাধারন মানুষ একটি বিশ্বস্ত সহায় খুঁজে পেয়েছে। তারা ঘাসফুলকে আপন ভাবতে শুরু করেছে।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারির সংখ্যাচিত্রঃ

কর্মএলাকা	আউটডোর রোগী সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	২০১	৫৫	৩৯
সাপাহার	৩৯৯	৩০	২৭
মোট	৬০০	৮৫	৬৬

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

সম্পাদকীয়

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৩

এইডস প্রতিরোধে শহর ও গ্রামে সমান গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এইডসরোগীর সংখ্যা কম। বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ না হলেও ঝুঁকিমুক্ত নয়। অবাধ মাদকের ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ, এবং অভিবাসন ইত্যাদি কারণে এইডসের ঝুঁকি বাড়ে। বিশেষ করে সমুদ্র বন্দরের কারণে চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের দেশে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শহরের তরুণদের মধ্যে এইচআইভির বিষয়ে কম-বেশি ধারণা থাকলেও এখনো গ্রামের তরুণ-কিশোরদের সচেতনতার অভাব রয়েছে। অথচ এইডস বিষয়ে সচেতন না হলে একটিমাত্র মুহূর্তের অসচেতনতায় অন্ধকার নেমে আসতে পারে জীবনে। সুতরাং এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই। এইচআইভি/এইডস নিয়ে দেশের শহরগুলোতে যে পরিমাণে কাজ হচ্ছে তার তুলনায় গ্রামে কাজ হচ্ছে কম। বেসরকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে গ্রামীণ পর্যায়ে এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা তুলনামূলক সহজ। ঘাসফুল দীর্ঘদিন যাবত এইচআইভি/এইডস বিষয়ে বিভিন্ন দাতা সংস্থাদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। দীর্ঘদিন এই সেক্টরে কাজ করায় ঘাসফুল, স্বাস্থ্য বিভাগে একদল দক্ষ কর্মী তৈরী হয়েছে। লব্ধ অভিজ্ঞতায় দক্ষকর্মী নিয়ে ঘাসফুল সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এইডস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করছে। নওগাঁ, চাপাঁইনবাবগঞ্জ, ঢাকা, কুমিল্লা, ফেনী এবং চট্টগ্রাম এই ছয়টি জেলার সকল উপকারভোগীদের বাধ্যতামূলক এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতন করা হয়। এসব উপকারভোগীদের নিয়ে নিয়মিত এই বিষয়ে কর্মশালাও আয়োজন করা হয়। এইচআইভি ভাইরাস ১৯৮৩ সালে প্রথম আমেরিকায় পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে প্রথম এই ভাইরাস ধরা পড়ে ১৯৮৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে। ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। এইচআইভি সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট এইডস সম্পর্কে গোটা বিশ্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক ঘোষণায় ১৯৮৮ সাল থেকে এই দিবস পালন শুরু হয়। এইচআইভি'র নতুন সংক্রমণ, এইচআইভি সংক্রমিতদের প্রতি বৈষম্য এবং এইডস'এর কারণে মৃত্যুহার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনে অদূর ভবিষ্যতে একটি এইডসমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড এইডস ক্যাম্পেইন ও তাদের সহযোগী সংস্থাগুলো ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- Getting to Zero অর্থাৎ শূন্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এবারও সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা আয়োজনে বাংলাদেশে দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে।

ধূলাদুষণ

কার্যকর উদ্যোগ আর জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ধূলাদুষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব

ধূলাদুষণ সাধারণত বিপর্যয়ের পর্যায়ে যায় শুষ্ক মৌসুমে। এসময় নগরবাসী কিংবা গ্রামীণ মেঠোপথে পথচারীদের চলাচলে পোহাতে হয় মহাভোগান্তি। ধূলা-দুষণ নীরবে নাগরিক জীবনে কত মারাত্মক প্রভাব ফেলে, তা সাধারন বিবেচনায় এখনও গুরুতর হয়ে চোখে পড়ছে না। চিকিৎসাবিদদের মতে ধুলাবালির কারণে শ্বাসকষ্ট, যক্ষা, সর্দি, কাশি, হাঁচি, ব্রঙ্কাইটিস, এ্যাজমাসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে নগরবাসী। অনেকের মতে ধূলার কারণে নাক দিয়ে পানি ঝরা, চোখ জ্বালাও করতে পারে। অনবরত বাড়ছে নানা জটিল রোগব্যাধি। সাধারণত: নিয়মিত পানি ছিটিয়ে ধূলা নিধন সম্ভব হলেও কোথাও কোথাও অপ্রতুল আবার কোথাও কোথাও মোটেও তা করা হয় না। নগরীতে ধূলাদুষণের শিকার বেশী হয় স্কুলগামী শিশু, অফিসগামী কর্মজীবি, প্রবীণ এবং হাঁপানী-রোগী। গাছপালার পাতায় ধুলা-বালি জমে আস্তরণ পড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়, এতে উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি, বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ছাড়া বাধাগ্রস্থ হয়। ধুলাকণাগুলো চলমান যন্ত্রাংশের মধ্যে জমা হলে ঘর্ষণজনিত অতিরিক্ত ক্ষয় ও তাপ উৎপন্ন হয়ে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। নিরাপত্তা বেস্টনীবিহীন নির্মাণাধীন ভবন, রাস্তা এবং অন্যান্য কাজেও বিপদজ্জনকভাবে ধুলার সৃষ্টি হয়। রাস্তার পাশে জমা ধুলা-বালি চলন্ত গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে ভয়ংকরভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলে সড়ক, মহাসড়ক। হাইওয়েগুলোতে এরকম অত্যাধিক ধুলার ধুম্র-আবরণে ঘাঢ় কুয়াশার মতো হঠাৎ চারদিকে অন্ধকার করে তুলে। উচ্চবেগ সম্পন্ন ধাবমান দুরপাল্লার ট্রাক, বাসগুলো হঠাৎ এধরণের পরিস্থিতিতে ভয়ংকর দুর্ঘটনারও সৃষ্টি করে। আশে-পাশে গাছ-পালা, ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিবর্ণ করে তুলে। ভাঙাচোরা রাস্তায়ও প্রচুর ধূলা উৎপন্ন হয়। বাতাস বা যানবাহনের গতিতে এসব ধূলা সবসময় বাতাসকে দূষিত করে রাখছে। অনেক হোটেল রেষ্টুরেন্টগুলোতে রাস্তার ফুটপাথে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। এতে করে গণমানুষের নিত্যদিনের খাবারে এসব ধূলিকণা খুব সহজেই মিশে যাচ্ছে। যা নগরীর নানা রোগব্যাধি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সুতরাং ধূলাদূষণ একটি অন্যতম পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, ধূলাদূষণ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও তার যথাযথ বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম প্রয়োগ করা জরুরী। পাশাপাশি ধূলাদূষণ বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা তৈরীর জন্য সরকার, বেসরকারী সংগঠন ও সচেতন মহলকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। দ্রুত রাস্তা মেরামত, রাস্তায় পানি ছিটানো, উন্মুক্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ করা, ভবন নির্মাণ ও ভাঙ্গার কাজে নীতিমালা মেনে চলা, ধূলাদুষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে ধূলাদূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহল যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। কার্যকর উদ্যোগ আর ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হলে ধূলাদুষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

গ্রীণ মাইক্রোফিন্যান্স

(পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশের পর বাকী অংশ)

রেড চিটাগং ক্যাটলঃ প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রয়োজন

চট্টগ্রামের রেড ক্যাটল কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেটা রেড চিটাগং ক্যাটল নামে পরিচিত। রেড চিটাগং ক্যাটলের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দেহের দৈর্ঘ্য ১৩০সে.মি. (প্রায়) এবং উচ্চতা ২৪ সে.মি. (প্রায়)। প্রাপ্তবয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ২০০ - ৪০০ কেজি এবং গাভীর ওজন ১৫০ - ২৫০ কেজি। এদের গায়ের রং (চামড়া, মাজল, খুর, শিং, চোখের পাপড়ি, ভালভা) লাল বর্ণের হয়ে থাকে। গড় উৎপাদনে রেড চিটাগং ক্যাটল প্রজাতির দুগ্ধবতী গাভি দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন ২.৯৮ কেজি.(প্রায়) এবং দুগ্ধ উৎপাদন এর মেয়াদকাল ২২৬ দিন (প্রায়)। এই প্রজাতির মোটা তাজাকরণের ক্ষেত্রে দৈহিক বৃদ্ধির হার ৩০০ - ৫০০ গ্রাম/দিন এবং কারকাসের ওজন ১৫০ কেজির বেশী। রেড চিটাগং ক্যাটলের প্রজনন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স ১৫-১৯ মাস। গর্ভধারনকাল (২৭৫-২৮০দিন) এবং প্রসব পরবর্তী গরমে আসার সময় (৪২-৪৩দিন)। রেড চিটাগং ক্যাটল (আরসিসি) এর জাত সংরক্ষণ, কৌলিকমান উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ তথা দারিদ্র্য বিমোচনে এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সরকার সীমিত আকারে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও অত্যন্ত জরুরী। সাধারনত; জনসাধারনের পশু লালন-পালনের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকাতে চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে এই প্রজাতির যে গরুগুলো পালিত হচ্ছে, তাতে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশের লোকজন তিন ধরনের গরু পালন করে থাকে। যেমন: পিউর ব্রিড, ক্রস ব্রিড এবং লোকাল ব্রিড। ভালমানের দেশী গরু পাওয়া যায় কিছু নির্বাচিত এলাকায় যেমন: পাবনা, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং মুন্সিগঞ্জ। দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেড চিটাগং ক্যাটল একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাত। ক্রস বিড গরুসমূহের দুধ এবং মাংস উৎপাদনের পরিমান বেশী কিন্তু তাদের বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবনতা বেশী, বিশেষ করে পরজীবিঘটিত রোগসমূহ। কিন্তু রেড চিটাগং >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

অতিথি কলাম (মতামত লেখকের নিজস্ব)

জলবায়ু পরিবর্তনে বিপন্ন সভ্যতা ও পরিবেশ দুষণ-আরিফ চৌধুরী

প্রতিনিয়ত পৃথিবীর আবহাওয়া জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে সাথে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে মরুময়, সভ্যতার বিপর্যয় নেমে আসতে শুরু করেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। বদলে যাচ্ছে নিত্য, মানুষসহ জীবের বাঁচার পরিবেশ। বিশ্বের তাপমাত্রা এমনভাবে বাড়ছে যাতে করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি মানুষ ও তাদের বসতি ডুবে যাওয়ার অনিশ্চয়তায় পৃথিবীর সব প্রাণের বেঁচে থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরিবেশ দূষনের কারণে আবহাওয়া পরিমন্ডলে পৃথিবীর ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এতে করে পৃথিবীর সভ্যতায় বেড়ে যাচ্ছে ঝড়ের প্রকট ও গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং যার ফলে খরায় বিপন্ন হচ্ছে চাষাবাদ ও কৃষি সভ্যতা। এমনি দূষণে সারা পৃথিবীর মত আমাদের দেশের মানবসৃষ্ঠ পরিবেশ দূষণের প্রভাব পড়েছে জলবায়ুর পরিবর্তনে। তাই বিলুপ্ত হচ্ছে মাছ ও অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর হার। মূলতঃ পানি দূষণ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মানব সভ্যতার জন্য বড় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবের ফলে হুমকির মুখে মানুষের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা। এসব অধিকার ও নিরাপত্তার মধ্যে মানুষের জীবন, সম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি, জীবন, জীবিকার উৎস, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের অধিকার নিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, এর ফলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবনাক্ততার প্রবেশ ছাড়াও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও খরার প্রকট অন্যতম আকার ধারণ করবে। জলবায়ুর পরিবর্তন প্রায় সব পরিবেশ সমাজ ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ দরিদ্য জনগোষ্ঠিকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলবে। এর ফলে শরনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে জনগোষ্ঠির মধ্যে তৈরী করবে নতুন নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, এদেশের নদী যোগান দেয় তৃষ্ণার পানি, চাষাবাদে ও নৌ চলাচলে নদীর গুরুত্ব থাকলেও বর্তমান জমি দখল, নদী ও চরদখল ছাড়াও বালু ভরাটের কারণে নদী ভরাট হয়ে নদীর নাব্যতা হারিয়ে স্বাভাবিক গতিপথ হারাচ্ছে। বিভিন্ন কারখানার বর্জ্য ও বিষাক্ত লিকুইড ওয়াশ মিলে প্রধান প্রধান নদীগুলোকে বিষাক্ত করছে, এই সকল বর্জ্য নদীতে গিয়ে দুষিত করছে নদীর পানি, নদীর জলজ প্রাণী। নদীর মাছের প্রজনন হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশে অধিকাংশ চাষাবাদ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে হওয়ায় তা মূলতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এ দেশের মধ্যভাগের কিছু অংশ জুড়ে বছরে কেবল তিন ফসলের চাষ হয়। বাদ বাকী জমিগুলো হয় এক ফসলী বা দু'ফসলী। তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে ফসলের গুনাগুন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে আসছে। মৌসুমী পানির অভাবে উর্বরতা হারাচ্ছে চাষের জমি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুস্ক মৌসুমে যেমন দেখা দিচ্ছে তাপ ও শৈত্য প্রবাহ, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশার প্রকট তেমনি বর্ষায় বেড়ে যাচ্ছে বন্যা ও বন্যা পরবর্তী জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টিও সামুদ্রিক ঝড়ের পরিমাণ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ দূষণ রোধে জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রশমন, দারিদ্রতা রোধে টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঠেকাতে হলে সময় উপযোগী পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত হোক আজকে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার অংঙ্গীকার।

- লেখক : মহাসচিব, মিরসরাই সাহিত্য একাডেমী, চট্টগ্রাম।

অতিথি কলাম : দেশের যে কোন চিন্তাশীল নাগরিক, গবেষক, সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষাবিদ উন্নয়ন বিষয়ক, প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক, প্রযুক্তি বিষয়ক যে কোন সুচিন্তিত লেখা/কলাম/মতামত/স্বাক্ষাৎকার অতিথি কলামে ছাপা হবে।
লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, ঘাসফুল বার্তা। ghashful@ghashful-bd.org

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মৃত উপকারভোগীদের বীমাদাবি পরিশোধ

জেসমিন আকতার।। বার্তা প্রতিনিধি : গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১৩) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মোট ১০ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয় যা পরবর্তীতে ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে বীমা প্রদানকারী শাখাগুলোতে ঘাসফুল মধ্যম হালিশহর শাখা (শাখা কোড ০৫) এর ০২ জন, কালারপোল শাখার ০৩ জন, সরকারহাট শাখার ০১ জন, পটিয়া সদর শাখার ০১ জন, অক্সিজেন শাখার ০১ জন, পত্নীতলা শাখার ০১ জন এবং নিজামপুর শাখার ০১ জন। মৃত্যু পরবর্তীকালে তাদের বীমা দাবি পরিশোধ করা হয় মোট এক লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত তিপ্পান্ন টাকা। জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক নাছির উদ্দিন ও নাজমুল হাসান পাটোয়ারী এবং প্রবাল ভৌমিক ও সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগনের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নমিনীর হাতে বীমা দাবির টাকা হস্তান্তর করা হয়।

বীমাদাবী পরিশোধ ঃ ঘাসফুল মাইম প্রকল্প সংবাদ

বার্তা ডেস্ক : ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত মাইম প্রকল্পের অধীনে গত (অক্টোবর-ডিসেম্বর' ২০১৩) তিন মাসে দুই জন পলিসি গ্রহিতার জীবন বীমা পরিশোধ করা হয়। ঘাসফুল মাদারবড়ি শাখা -১ এর সদস্য সেনোয়ারা বেগম ও ঘাসফুল সরকারহাট শাখা এর সদস্য নুনু বড়ুয়া মৃত্যুবরন করে। ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের ক্ষুদ্র বীমা পলিসি অনুযায়ি মৃত সদস্যদের নমিনীদের হাতে বীমাদাবীর অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন লুৎফুল কবির চৌধুরী (প্রধান মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগ), আবেদা বেগম (সহকারী পরিচালক), বীমা কর্মকর্তা কান্তা মল্লিক, জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী এবং স্ব -স্ব শাখার শাখা ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। উল্লেখ্য গত তিন মাসে ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের আওতায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর' ২০১৩) মোট পলিসি গ্রহণ করেন ৬৫১ জন। প্রিমিয়াম আদায় হয় বিয়াল্লিশ লক্ষ তের হাজার নয়শত টাকা।

ঘাসফুল ডেভলেপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)

নাজমুল হাসান পাটোয়ারী।। হাটহাজারী প্রতিনিধি: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল গত ০১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং তারিখ থেকে দাপ্তরিকভাবে সরকারহাট ও হাটহাজারী সদর শাখায় শুরু করেছে নতুন প্রকল্প; Developing Inclusive Insurance Sector Project(DIISP) । উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে শাখা দুটির সদস্যগণ ক্ষুদ্রবীমা সেবার আওতাভুক্ত হবেন। ক্ষুদ্রবীমা হলো দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের উপযোগী এমন একটি সেবা, যা তাদেরকে কোন নির্দিষ্ট ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্যে একটি নির্দিষ্ট হারে ও নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম পরিশোধের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে। ক্ষুদ্রবীমা সেবার আওতাভুক্ত সদস্যগণ ঋণবীমা, প্যারামেডিক সেবা , হাসপাতাল নগদ সুবিধা বীমা ও গবাদি পশু বীমা করার সুবিধা পাবেন। প্যারামেডিক সেবা সুবিধার মাধ্যমে শুধুমাত্র ঘাসফুল সংস্থার সদস্যগণ বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমান প্রিমিয়াম প্রদান করে একটি স্বাস্থ্যকার্ড ক্রয় করবেন যার মাধ্যমে পলিসি গ্রহিতাসহ পরিবারের ০৫জন সদস্য স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।

ঘাসফুল কৃষি ও পশুসম্পদ ইউনিট এর জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ

পটিয়া ও হাটহাজারীতে গবাদিপশুর খুরারোগের (F.M.D) টিকাদান কর্মসুচী সম্পন্ন

বার্তা ডেস্ক : গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ইং তারিখে ঘাসফুল এর উদ্যোগে পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নে লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সুবিধাবঞ্চিত কৃষকের গবাদিপশুর মাঝে নামমাত্র মূল্যে টিকাদান কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। ঘাসফুল উপকারভোগী স্থানীয় কৃষকদের পালিত গবাদিপশুর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরনে সংস্থার কৃষি ও প্রাণীসম্পদ ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার উক্ত কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। টিকাদান কর্মসূচী শুরুর আগে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাপর্বও সম্পন্ন হয়। ঘাসফুল প্রাণী সম্পদ ইউনিটের পশু চিকিৎসক ডাঃ মেরী চৌধুরী লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে স্থানীয় কৃষকের জড়ো করা গবাদিপশুর মাঝে খুরারোগের (F.M.D) টিকা দান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। গবাদিপশুর টিকাদান কর্মসূচী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবেদা বেগম (সহকারী পরিচালক) সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের পটিয়া জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মো: নাছির উদ্দিন, কালারপোল শাখার শাখা ব্যবস্থাপক বাবু বিনয় নন্দ বড়ুয়াসহ আরো অনেকেই। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কৃষি সেল ও বায়োগ্র্যাস প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিম।

হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে গরুর খুরারোগের টিকা দান কর্মসুচী : গত ০৯ ও ১১ জানুয়ারী ২০১৪ ইং তারিখে সকাল ১০টায় হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড সংলগ্ন মাঠে স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত স্বল্পসংখ্যক গরু-খামারীদের গবাদিপশুর মাঝে খুরারোগের (FMD) টিকা দান কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। ঘাসফুল এর কৃষি ও প্রাণীসম্পদ ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় উক্ত কর্মসূচীতে নামমাত্র মূল্যে সেবা নিশ্চিতকরনের প্রয়াসে গরুর খুরারোগের (FMD) টিকা দান কর্মসুচী পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় ১নং ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার মাহবুবুল আলম উক্ত কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন এবং ঘাসফুল এর প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মেরী চৌধুরী মাঠে জড়ো হওয়া স্থানীয় কৃষকদের গবাদিপশুর মাঝে টিকাদান কর্মসূচী পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতাসহ উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কার্যক্রমের কর্মসূচী সমন্বয়কারী জনাব সফিকুছ সালেহ এবং ঘাসফুল কৃষি ইউনিটের জুনিয়র ম্যানেজার শেখ মোঃ ফজলে রাব্বি।

গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে গরু সবচেয়ে বেশী খুরারোগে আক্রান্ত হয়- ডাঃ মেরী চৌধুরী

খুরারোগ বিভক্ত খুরা বিশিষ্ট পশুর অত্যন্ত ছোয়াঁচে তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত রোগ। বাংলাদেশের প্রায় ৩৫% গরু, ২৩%মহিষ এবং ৫% ছাগল ও ভেড়া এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অসুস্থতার মেয়াদ ১৫ - ২৫ দিন হতে পারে। পিকর্নাভাইরিডি গোত্রভুক্ত অ্যাফমোভাইরাস জেনাসের অর্ন্তগত ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ ভাইরাস (RNA Virus) এ রোগের কারন । গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে গরু সবচেয়ে বেশী খুরারোগে আক্রান্ত হয়। তাছাড়াও ছাগল, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতি এরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা বাছুর এরোগে অধিক সংবেদনশীল। বাংলাদেশে খুরারোগে আক্রান্ত ৬ মাসের কম বয়সি বাছুরের শতকরা ৫০ ভাগই মারা যায় এবং আক্রান্ত গাভীর দুধ উৎপাদন শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ কমে যায়। বন্য প্রাণীসমূহের মধ্যে হরিণ, বন্য শুকর, হাতি,জিরাফ প্রভৃতি এ রোগে আক্রান্ত হয়। খুরারোগ মৌসুমী রোগ নয়, এটি বছরের যে কোন সময় হতে পারে। তবে বর্ষার শেষে এরোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং শীতকালে এ রোগের ব্যাপকতা বাড়ে।

আক্রান্ত প্রাণীতে খুরারোগের লক্ষণ : আক্রান্ত প্রাণীর মুখ ও নাক দিয়ে লালা ঝরতে পারে, মুখ, জিহ্বা ও নাকের চারপাশে, হাঁটু, খুর ও খুরের আশেপাশে, গাভীর ওলান ও বাট ইত্যাদিতে ঘা দেখা দিতে পারে, শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। গাভীর গর্ভপাত হতে পারে, দুগ্ধবতী প্রাণী বিশেষত গাভীর দুধ উৎপাদন হঠাৎ করে কমে যেতে পারে, দাঁতে দাঁত লেগে কর কর শব্দ হতে পারে, ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে।

খুরারোগের প্রতিরোধ : রোগের প্রকাশের পূর্বে সুস্থ গরু ,মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রতি বছর দুই থেকে তিন বার খুরারোগের ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা প্রদান করতে হবে, বাণিজ্যিক খামারের প্রবেশ পথে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। বাজার থেকে ক্রয়কৃত প্রাণী আলাদা ঘরে ১০-১৫ দিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং কোন রোগের লক্ষণ দেখা না দিলে সুস্থ প্রাণীকে গোয়াল ঘরে স্থানান্তর করতে হবে।

রোগ প্রকাশের পরে : খুরা রোগে আক্রান্ত প্রাণীর পরিত্যক্ত খাদ্য ও পানি সুস্থ প্রাণীকে খাওয়ানো যাবে না, আক্রান্ত প্রাণীকে প্রজনন কাজে ব্যবহার হতে বিরত থাকতে হবে, কোন অবস্থাতেই খুরারোগে আক্রান্ত প্রাণীর মৃতদেহ চারণভূমি, নদী-নালা,খাল-বিল বা রাস্তার পার্শ্বে ফেলা যাবে না। মৃতপ্রাণী সৎকারের ক্ষেত্রে মাটিতে গর্ত তৈরী করে চুন দিতে হবে এবং চুনের মধ্যে মৃতপ্রাণী রেখে পুনরায় চুন দিয়ে মাটিচাপা অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গোয়াল ঘর ও রুগ্নপশুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ১-২%, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা ফরমালডিহাইড বা ৪% সোডিয়াম কার্বনেট সলুশন দিয়ে পরিস্কার উত্তম।

- লেখক : ব্যবস্থাপক, ঘাসফুল প্রাণীসম্পদ ইউনিট

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগঃ অদম্য অগ্রযাত্রার ৪২ বছর
মা ও শিশুস্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত কার্যক্রম (অক্টোবর– ডিসেম্বর' ২০১৩)

ক্লিনিক্যাল সেবা : ২১টি স্থায়ী ক্লিনিক ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ১০৮৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

টিকাদান কর্মসূচী : মোট টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪৫৮জন। এর মধ্যে মহিলা ৮৭ জন এবং শিশু ৩৭১জন।

পরিবার পরিকল্পনা : সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ২৫২৪ জন। এর মধ্যে মহিলা পিল ১১০৫ জন, কনডম- ১০৯৪ জন, ইনজেকশন- ৩১৬জন , সি.টি-৪ জন,নরপ্ল্যান্ট -৩ জন এবং লাইগেশন ২ জন।

নিরাপদ প্রসব: ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ৯৭জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে।

গার্মেন্টসে স্বাস্থ্যসেবা: বিভিন্ন কর্ম-এলাকায় ৩১টি গার্মেন্টসে ৫৮৪৬ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৮৮৩ জন পুরুষ এবং ৪৯৬৩ জন মহিলা শ্রমিক।

পোলিও দিবস: ২১তম জাতীয় পোলিও দিবসে ৪টি কেন্দ্রে মোট ১৮৪১ জন (০-৫ বছরের) শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়।

মাইম হেলথ: মাইম হেলথ কার্যক্রমের আওতায় ১৮৭ জনকে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয় এবং ২৫৮ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় আয়োজনে বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৩ উদযাপনে ঘাসফুল

এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যুঃ নয় একটিও আর বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার

রওশন আকতার।। বার্তা প্রতিনিধি : ১লা ডিসেম্বর ২০১৩ চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমুহের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও চট্টগ্রাম নগরীতে বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস। ঘাসফুল কর্মকর্তাগণ প্রতিবছরের মতো এবারও উক্ত অনুষ্ঠানমালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যুঃ নয় একটিও আর/ বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার। বিশ্ব এইডস দিবসে সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন জনাব এম সরফরাজ খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কাজী মোঃ শফিকুল আলম (পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ)। সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ রফিক উদ্দিন, ঘাসফুল এর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এসডিপি) প্রধান আনজুমান বানু লিমাসহ অংশগ্রহণকারী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় বক্তারা এইডস প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে সমন্বিত উপায়ে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আগামীতে আরো কার্যকর এবং সমন্বিত উপায়ে কাজ করার জন্য আহবান জানানো হয়।

গার্মেন্টসকর্মীদের মাঝে এইডস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা

শাহনাজ বেগম।। বার্তা প্রতিনিধি : ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগ "বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৩" উপলক্ষে গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ ফার্মিং এ্যাপারেলস গার্মেন্টসে গার্মেন্টসকর্মীদের নিয়ে এইডস প্রতিরোধে এক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তারা বলেন, অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন এবং এইডস বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক সময় বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এজন্য বাঁচতে হলে জানতে হবে। সুস্থ শরীর একটি সুন্দর জীবন উপহার দিতে পারে। এইডস নিরাময়ে কোন চিকিৎসা নেই, একমাত্র প্রতিরোধই এইডস থেকে বাঁচার উপায়। উপস্থিত গার্মেন্টসকর্মীদের বক্তারা সাবধান করে দিয়ে আরো বলেন, একমুহূর্তের ভুলে, একমুহূর্তের অসাবধানতায় পুরো জীবনে অন্ধকার নেমে আসতে পারে। সুতরাং সকলকে এইডস বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তা নিতে অনুরোধ জানানো হয়। ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগ এই সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনাসভায় এইডস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডাঃ উম্মে কুলসুম। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। এইডস এর ভয়াবহতা এবং চট্টগ্রামে এইডস এর ঝুঁকির সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী এর প্রধান অনজুমান বানু লিমা, স্বাস্থ্য বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা শাহানাজ বেগম। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর স্বাস্থ্যকর্মী সেলিনা বেগম এবং গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ থেকে লায়লা বেগম ও সুনিল চন্দ্র।

রেড চিটাগং

>> ৩য় পৃষ্ঠার পর >> ক্যাটলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং অল্প যত্ন করলে এরা প্রচুর পরিমানে দুধ এবং মাংস উৎপাদন করে। রেড চিটাগং গাভী খুব দ্রুত যৌন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিবছর বাচ্চা দেয়ার প্রবণতা থাকে। আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় রেড চিটাগং ক্যাটল সহজে খাপ খাওয়াতে পারে। চিটাগং ক্যাটল বাংলাদেশের একমাত্র নিজস্ব স্বীকৃত গরুর জাত হলেও এর উন্নয়ন, জাত সংরক্ষণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এর কার্যকর ব্যবহার এখনও সীমিত পর্যায়ে। পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনে একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে "রেড চিটাগং ক্যাটল" পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই) গ্রামে-গঞ্জে প্রান্তিক কৃষকদের পুঁজির যোগান (ঋণ সহায়তা), প্রযুক্তিগত সহায়তা, পরামর্শ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করলে রেড ক্যাটল চিটাগাং দেশ ছাড়িয়ে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপি আলোচিত "গ্রীণ মাইক্রোফিন্যান্স" বাস্তবায়নের এটি একটি অন্যতম ক্ষেত্রও তৈরী হতে পারে। গবাদিপশুর উন্নয়ন এবং গ্রামীন জনজীবনের সমৃদ্ধির জন্য রেড চিটাগং ক্যাটল সংরক্ষণ করা জরুরী। সঠিক খাদ্য এবং ব্যবস্থাপনা করলে অন্যান্য দেশী গরু অপেক্ষা রেড চিটাগং ক্যাটলের দুধ উৎপাদন বেশী হবে। পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল রেড চিটাগং ক্যাটল সংরক্ষণে প্রদর্শনী খামার স্থাপনসহ স্থানীয় প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সহয়তাসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পারিবারিক সহিংসতা রোধে চলছে জনসচেতনতা তৈরি

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> সেশন সম্পন্ন করে। এসকল সেশনে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের লিঙ্গ-বৈষম্য, বাল্যবিয়ে, যৌতুক, যৌন হয়রানি, নিজেকে সুরক্ষার উপায়, নিজেকে উপস্থাপনের কৌশল এবং পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতন হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তারা লিঙ্গ বৈষম্য ও সামাজিকীকরণ বিষয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও এসকল ইউনিয়নে ঘাসফুলের সোস্যাল ওয়ার্কারগণ সারভাইভারদের মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং করেন। কাউন্সিলিং এর ফলে অভিভাবকেরা সচেতন হয় এবং বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। উল্লেখ্য ঘাসফুল পটিয়ার এই আটটি ইউনিয়নে ২০১২ সালের অক্টোবর মাস থেকে পিএইচআর প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। আট ইউনিয়নে আটজন সোশ্যাল ওয়ার্কার সারভাইভারদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করাসহ বিভিন্ন সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। সোশ্যাল ওয়ার্কারগণ সারভাইভারদের বিচার সালিশেও উপস্থিত থাকেন এবং আনরিপোর্টেড কেস সংগ্রহ করা এবং রিপোর্টেড ও আনরিপোর্টেড কেসের মাসিক রিপোর্ট তৈরী করে থাকে।

এইডস বিষয়ক কমিটিকে আরো কার্যকর করার উপর গুরুত্বারোপ

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী, পেশাজীবি, সন্মানিত আলেম-ওলামা, সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সংস্কৃতকর্মীসহ নানা পেশার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় চার ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত অতিথি, অংশগ্রহণকারীগণ এইডস বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অবতীর্ণ হন এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, প্রস্তাবনা এবং সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালকের আহবানে সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিনিধি শেখ মাসুদুল আলম উপস্থিত সকলের সামনে আলোচ্য বিষয়টির উপর একটি তথ্যসমৃদ্ধ ধারণাপত্র পেশ করেন।

মুলতঃ চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই কর্মশালাটি সাজানো হয়। উদ্দেশ্যগুলো হলো, প্রথমত, এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে পরিস্কার ধারণায়ন, দ্বিতীয়ত, আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক জাতীয় লক্ষ্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দেয়া, তৃতীয়ত, ডিস্ট্রিক্ট এইডস প্রতিরোধ কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করার বিষয়ে আলোকপাত এবং চতুর্থ বিষয় হলো জাতীয় লক্ষ্যকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাধাগুলো দূরীকরণে আলোচনা ও পরামর্শ নেয়া। এই চারটি উদ্দেশ্যকে উপজিব্য করে অনুষ্ঠানের সকল উপস্থিতি বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে বহুমুখী আলোচনা ও নানা প্রশ্নের অবতারণা করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জনাব ডঃ মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী সব তথ্য এবং আলোচনাগুলো একসূত্রে গেঁথে সকলের সামনে সহজভাবে তুলে ধরেন এবং উত্থাপিত সকল প্রশ্নের জবাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাউসে নিশ্চিত করেন। অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব ডাঃ শেখ রুকুনুজ্জামান বলেন, প্রতি তিন মাস অন্তর যেন এইডস সার্টিফিকেট নেয়া হয়। ফিরিঙ্গি বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মো: আনসার উল্লাহ এ সর্ম্পকে বলেন, "সাবধানতা চিকিৎসা হতে উত্তম। তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রতিটি খতিবের জুমাবারে খুৎবার সময় কিছু সময় বরাদ্দ রাখা উচিত। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ শেখ সাহাবুদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বিনা পয়সায় এইডস এর পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এবিষয়ে সাধারন মানুষদের মাঝে আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট এইডস প্রতিরোধ কমিটি গুলোকে আরো সক্রিয় এবং কার্যকর করার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম রেঞ্জ এর অতিরিক্ত ডিআইজি জনাব মোশারফ হোসেন বলেন, এই আলোচনায় যে সব বিষয় উঠে এসেছে তাতে কারা জড়িত, কারা সম্পৃক্ত ,কারা প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করছে তা জানা গেল। এডভোকেসী সভার শেষ প্রান্তে সঞ্চালকের অনুরোধে সেভ দ্য চিলড্রেন এর উপ-পরিচালক (এ্যাডভোকেসী ও সরকারী সমন্বয়কারী) জনাব শেখ মাসুদুল আলম এসটিআই/এইডস নিয়ে তার দীর্ঘদিনের কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞান নিয়ে সভায় উত্থাপিত সকল টেকনিক্যাল প্রশ্নের জবাব এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম ডাঃ এম. সরফরাজ খান চৌধুরী বলেন, 'চট্টগ্রামে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক কমিটিকে আরো কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন শেখ সাহাবুদ্দিন আহমেদ (ডেপুটি ডিরেক্টর-চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ), শিক্ষাবিদ ডঃ জয়নব বেগম (প্রাক্তন যুগ্ম সচিব-এলজিইডি)। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সুব্রত কুমার চৌধুরী (থানা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমান, ডাঃ মামুনুর রশীদ চৌধুরী-(লেকচারার, বিজিসি ট্রাস্ট), ডাঃ শাহেদ আহমদ (মেডিকেল অফিসার), ডাঃ শেখ রুকুনুদ্দিন আহমেদ-(উপ-পরিচালক,পরিবার পরিকল্পনা,চট্টগ্রাম), জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিনিধি, আরজু শাহাব উদ্দিন (কাউন্সিলর- সিসিসি), মনিকা মজুমদার (সহকারী পরিচালক-বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস, চট্টগ্রাম), এম নাছিরুল হক (সিটি এডিটর-দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ), কল্যাণ চক্রবর্তী (সাংবাদিক; দৈনিক পূর্বকোণ), মিজানুর রহমান (সাংবাদিক, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট), জোবাইদা মুন্নি (শিক্ষক-সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,চট্টগ্রাম), মোরশেদ বিলাল খান (ম্যানেজার এ্যাডভোকেসী- সেভ দ্য চিলড্রেন), বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা প্রতিনিধি স্বপ্না তালুকদার, ইপসা প্রতিনিধি মাহাবুবুর রহমান, আনজুমান বানু লিমা (সহকারী পরিচালক-এসডিপি, ঘাসফুল), ঘাসফুল উদ্ধর্তন কর্মকর্তাসহ আরো অনেকেই।

জাতীয় কৈশোর সম্মেলনে ২০১৩ অনুষ্ঠানে মত প্রকাশ

নির্বাচনী ইশতিহারে কৈশোর ইস্যুতে ইতিবাচক অঙ্গিকার চাই

ফারহানা ইয়াসমিন।। বার্তা প্রতিনিধি : গত ৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এডোলেসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এডিএফ) এর উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপি জাতীয় কৈশোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরদের উন্নয়নে এডিএফ দীর্ঘদিন ধরে নেটওয়ার্কিং সংগঠন হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঘাসফুল এই নেটওয়ার্কিং সংগঠনটির অন্যতম উদ্যোক্তা সদস্য। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিলো "কৈশোরের বিকাশ, আলোকিত আগামী"। বক্তারা বলেন,নির্বাচনী ইশতিহারে কৈশোর ইস্যুতে ইতিবাচক অঙ্গিকার প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মোমবাতি জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলনে ঘাসফুল একটি স্টল পরিচালনা করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আলহাজ্ব এম. মনজুর আলম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ সানাউল হক এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন), ওয়ার্ড কমিশনার মো: গিয়াসউদ্দিন, ঘাসফুল এসডিপি প্রধান আনজুমান বানু লিমা, ইলমার নির্বাহি পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু, এডিএফ এর সেক্রেটারী এবং বর্ণালী প্রেসিডেন্ট সরোজ কান্তি দাশ, বর্ণালীর নির্বাহী পরিচালক সালাহ উদ্দিন কবির সুমন, উৎস এর প্রধান নির্বাহী মোস্তাফা কামাল যাত্রা এবং একজন শিশু প্রতিনিধি। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আনজুমান বানু লিমা।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রঃ গভীর শ্রদ্ধায় পালন করলো বিজয় দিবস' ১৩

তমালি সেন।। বার্তা প্রতিনিধি : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৮ টায় সেবক কলোনীস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আয়োজনে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি পূর্ব মাদারবাড়ীস্থ সেবক কলোনী থেকে শুরু হয়ে কলেজিয়েট স্কুল গেইটে শেষ হয়। বর্ণাঢ্য এই র‍্যালীতে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করে। তারা কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পন করে এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে শহীদদের স্মরণ করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদারবাড়ী সেবক কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী দাশ, সহকারী শিক্ষিকা প্রীতি চৌধুরী, প্রতিমা রাণী দে। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের শিক্ষিকা তমালী দাশ ও এডুকেটর মোঃ শহীদুল্লাহ। র‍্যালী শেষে স্কুলে ফিরে বিজয় দিবস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে মাদারবাড়িস্থ সেবক কলোনীতে অবহেলিত হরিজন সন্তানদের মনো-বিকাশে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে।

দ্বীপশিখা অনুষ্ঠান উদযাপন ২০১৩

ঘাসফুল ইএসপি শিক্ষার্থী কামরুন নাহার চিত্রাংকনে ২য় স্থান অর্জন করেছে

কামরুন নাহার।। বার্তা প্রতিনিধি : প্রতিবছরের মতো ব্র্যাক গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মুরাদপুর হিলভিউস্থ ব্র্যাক অফিসে ইএসপি ও বিইপি শিক্ষার্থীদের নিয়ে দ্বীপশিখা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরিচালিত কোলাগাঁও ইউনিয়নের ৭টি স্কুলের ৮জন শিক্ষার্থী এবং দুই জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রতিযোগিতায় ঘাসফুলের ৮জন শিক্ষার্থী বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল প্রতিযোগী উত্তর লাখেরা স্কুলের ৩য়শ্রেণীর ছাত্রী কামরুন নাহার ২য় স্থান অর্জন করে। উল্লেখ্য প্রতিবছর ব্র্যাক এর পার্টনার সংস্থা পরিচালিত স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের নিয়ে এধরণের প্রতিযোগিতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলঃ সাফল্যের ১২ বছর

কৃতিত্ব কীর্তিময় হোক দেশের তরে : এবারের পিএসসি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব

বার্তা প্রতিনিধি : এবারের প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) ২০১৩ পরীক্ষায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কে.জি স্কুলের ২০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৬ জন A+, ১০জন A, ২জন A-, ২জন C গ্রেড লাভ করে। উন্নতমানের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িতে ২০০২ সালে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থা 'ঘাসফুল' এর প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্কুল প্রতিষ্টা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে ১২ বছরে পদার্পণ করে। দীর্ঘ একযুগে এই স্কুল বহু সাফল্য অর্জন করেছে। ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল পরিচালনায় দক্ষতার সাথে হাল ধরেছেন অবৈতনিক অধ্যক্ষ শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, উপাধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী। ছাত্র-ছাত্রীদের পরম মমতায় যারা শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন তারা হলেন, উত্তম কুমার বড়ুয়া (সিনিয়র শিক্ষক), জান্নাতুল মাওয়া (সিনিয়র শিক্ষক), নুসরাত নঈম (সিনিয়র শিক্ষক), শাহানাজ বেগম (সিনিয়র শিক্ষক), রোকেয়া বেগম (সহকারি শিক্ষক) এবং সাবিহা সুলতানা (সহকারি শিক্ষক)।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল থেকে GPA-5 পেয়েছে ওরা ছয়জন

*** ফাহিমা মজুমদার,** পিতা : আবুল হাসেম মজুমদার, মাতা : জয়নাব বেগম *** ফাইরুজ আনিকা,** পিতা : মো: মজিবুর রহমান, মাতা : দিলুয়ারা বেগম *** মার্জিয়া আক্তার,** পিতা : শেখ মো:গোলাম মোস্তফা, মাতা : নার্গিস আকতার *** মো: সায়েম,** পিতা : মো: এয়াকুব, মাতা : আনোয়ারা বেগম *** শাখাওয়াত হোসেন শাওন,** পিতা : মো: শাহজাহান, মাতার নাম শাহিনূর আকতার। *তানজিনা ইসলাম, পিতা : তসলিম সরকার, মাতা : শিল্পী সরকার। (বাম থেকে)

মেধায় মধ্যমনি হোক আগামীর বিদ্যার্জনেঃ ঘাসফুল পরিবারের অভিনন্দন

আবু জোহায়ফা

*** কৃতি সন্তান আবু জোহায়ফা** এবারের পিএসসি পরীক্ষায় বাংলাদেশ এলিমেন্টারি স্কুল থেকে GPA-5 অর্জনের মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। তার পিতা আবু জাফর সরদার ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে এমআইএস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত।

অন্তু দে

*** কৃতি সন্তান অন্তু দে** এবারের জেএসসি পরীক্ষায় বাকলিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তার পিতা অরুন দে ঘাসফুল সংস্থায় দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত এবং মাতা বাপ্পি দে একজন নিপুণ গৃহিণী।

শুভ মজুমদার

*** কৃতি সন্তান শুভ মজুমদার** এবারের জেএসসি পরীক্ষায় মানিকপুর বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে GPA-5 অর্জনের মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। তার পিতা যোগেশ চন্দ্র মজুমদার ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত এবং মাতা খুশী রানী মজুমদার গৃহিণী।

স্বেচ্ছায় অবসরে গেলেন সহকর্মী আলো চক্রবর্তী

ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরীর হাত থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন আলো চক্রবর্তী। এসময় ঘাসফুল এর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেন ঘাসফুল এর তিন নারী ব্যক্তিত্ব

জেসমিন আকতার।। বার্তা প্রতিনিধি : নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিকেএসএফ দেশব্যাপী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক নভেম্বর'২০১৩ প্রকাশিত এক প্রকাশনায় বলা হয়, সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে পিকেএসএফ সর্বদাই সচেতন এবং তাদের অধিকার রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট। পিকেএসএফ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর গৃহীত নানা কর্মসূচীর অর্জিত ভাগ্যহত নারীদের সাফল্যগাঁথা বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চায়। গত দুই বছর ধরে পিকেএসএফ সারাদেশের সহযোগী সংস্থাসমূহে কর্মরত নারী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে বড় পরিসরের এই আয়োজন করে থাকে। পিকেএসএফ কর্তৃক প্রকাশিত 'উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ' শীর্ষক বইতে শেষ পর্যায়ে দেখা যায় নারীপ্রধান সহযোগী সংস্থাসমূহের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঘাসফুল এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ যখন ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করে তখন নারীরা ছিল তুলনামূলক অনেক পিছিয়ে। তিনি ১৯৭২ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের পর ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঘাসফুলই চট্টগ্রামের প্রথম রেজিষ্টার্ড এনজিও হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঘাসফুল শুরু থেকেই নারীদের নেতৃত্ব পরিচালিত হয়ে আসছে। এযাবত কালে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের অধিকাংশ প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন নারী। ঘাসফুল এর বর্তমান নির্বাহী পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারীও একজন নারী। প্রতিষ্ঠাতাকাল থেকে ঘাসফুল এর উধ্বর্তন কর্মকর্তাসহ সকল স্তরে ছিল নারী প্রাধান্যতা। আলোচ্য এই সকল উদ্যোগের পেছনে যে কারিগর ছিলেন তিনিই ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। তাঁর একটাই উদ্দেশ্য ছিল; নারীরা যাতে কর্মজীবি হয়, নারীরা যাতে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করে, নারীরা যাতে উন্নয়নের অংশীদার হয়। তিনি সমাজের দলিত মানুষের উন্নয়নের প্রতিক হিসেবে সংস্থার নামকরণ করেন "ঘাসফুল"। পিকেএসএফ এর আমন্ত্রণে নারী দিবসে নারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ঘাসফুল এর তিনজন নারী ব্যক্তিত্ব; মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, হিসাব বিভাগের সহকারী পরিচালক স্মৃতি চৌধুরী এবং মুহুরীগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক ফারহানা খানম এই জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আবেদা বেগম ও স্মৃতি চৌধুরী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'পরাণ আপার হাত ধরেই আমরা এগিয়েছি। পরাণ আপা আমাদের জীবনে এক বিকল্প পাঠশালার নাম।'

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

আবেদা বেগম, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স

স্মৃতি চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (হিসাব)

অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বকারী আবেদা বেগম ঘাসফুলে কাজ করছেন সংস্থার শুরু থেকেই। তিনি মাঠ পর্যায়ের কাজ থেকে শুরু করে বর্তমানে সংস্থার নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করেছেন। তিনি বর্তমানে সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) পদে দায়িত্ব পালন করছেন। অংশগ্রহণকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে স্মৃতি চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে ঘাসফুলের হিসাব বিভাগে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৯৭ সালে ঘাসফুলে যোগ দেন এবং শুরুতে মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের হিসাব শাখায় কাজ শুরু করলেও নিজ যোগ্যতায় তিনি বর্তমানে সংস্থার কেন্দ্রিয় অর্থ ও হিসাব বিভাগে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করছেন। পিকেএসএফ আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারী ঘাসফুল এর কনিষ্ট প্রতিনিধি মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের মুহুরীগঞ্জ শাখার, শাখা ব্যবস্থাপক ফারহানা খানম। তিনি ২০০৮ সালে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে তিনি শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে একটি শাখার প্রধান হিসেবে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে চলেছেন।

ফারহানা খানম, শাখা ব্যবস্থাপক

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমঃ স্ব-নির্ভর নারী, সুবজ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় আর তৃণমূল মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তনে নিরবিচ্ছিন্ন ১৮ বৎসর

একনজরে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম

সমিতির সংখ্যা : ৩৯৪৮	সদস্য সংখ্যা: ৫০২৮৭
সঞ্চয় স্থিতি : ২৯৩১৯৬২৪৯	ঋণ গ্রহীতা: ৩৯৩৪০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন : ৫২৮১৭২৯৪০০	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় : ৪৭৩৯১৯৭০৬৯
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমান : ৫৪২৫৩২৩৩১	শাখা সংখ্যা : ৩৭

প্রবীণদের প্রয়োজনে ঘাসফুল এর উদ্যোগ

প্রবীণদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে রাষ্ট্রিয় ঘোষণা প্রদানের স্বপক্ষে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ

বার্তা ডেস্ক।। : হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল এর সহায়তা ও ফোরাম ফর দ্যা রাইটস অব দ্যা এল্ডারলী, বাংলাদেশ এর তত্বাবধানে ঘাসফুল জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়নসহ আমাদের দেশের প্রবীণদের "সিনিয়র সিটিজেন" হিসেবে রাষ্ট্রিয় ঘোষণা প্রদানের স্বপক্ষে নাগরিক স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ঘাসফুল তার কর্ম-এলাকায় বিভিন্ন স্তরের নাগরিকের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত ৭,৭৮৫টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে এক কোটি প্রবীণ নাগরিক বাস করছেন তাদের বিষয়ে রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব অর্ন্তভুক্তি হচ্ছে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা'। এই রাষ্ট্রিয় নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গত ১৭ নভেম্বর ২০১৩ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩' অনুমোদন হয়েছে যা এখন রাষ্ট্রিয় অঙ্গীকারের একটি দলিল। এই নীতিমালা রাষ্ট্রিয়ভাবে চূড়ান্তকরণকে ঘাসফুল স্বাগত জানায়। একজন নাগরিক হিসেবে এই নীতিমালার ভিত্তিতে শীঘ্রই একটি জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নীতি নির্দেশনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার আহবান, নীতিমালার মর্মার্থের সাথে একাত্মতা, প্রবীণদের বৃহত্তর কল্যাণে এই নীতিমালাকে ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত এবং বিশেষ করে প্রবীণদের "সিনিয়র সিটিজেন" হিসেবে বিশেষ ঘোষণা দেয়ার আহবান জানিয়ে গণমানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে।

বায়োগ্যাস ব্যবহারে যেমন পরিবেশ

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> উজাড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবেশ। সভায় উপস্থিত প্রধানঅতিথি উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান বলেন, দেশে বিদ্যুতের অপ্রতুলতা, জ্বালানীর স্বল্পতা, সব মিলিয়ে আমাদের আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে বায়োগ্যাস ব্যবহারের উপর। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বায়োগ্যাস প্রকল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। সভার প্রধান আলোচক উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মো আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, বায়োগ্যাস এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষা ও নাগরিক জীবনে স্বস্তিই আনে না, বরং এতদউদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে প্রতিটি পরিবারে গবাদিপশু পালনে জনগণ উৎসাহিত হয়ে উঠবে, এতে করে দেশের পশুসম্পদ রক্ষা এবং সম্প্রসারণে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে এবং সার্থক করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের ফেনী জোনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা প্রবাল ভৌমিকসহ বারৈয়ারহাট শাখা, মুহুরীগঞ্জ শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। প্রবাল ভৌমিকের পরিচালনায় সভার সভাপতিত্ব করেন ঘাসফল বায়োগ্যাস প্রকল্পের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মোঃ সেলিম। উল্লেখ্য ঘাসফুল বায়োগ্যাস প্রকল্প সংস্থার কর্ম-এলাকায় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ২৫টি প্ল্যান্ট স্থাপন করে।

ঘাসফুল ইমপ্রুভ কোকিং স্টোভ (আইসিএস) কর্মসূচী

পল্লীনারীদের কাছে বন্ধুচুলা নিয়ে ঘাসফুল

ইডকলের সহযোগীতায় ঘাসফুল গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে শুরু করেছে ইমপ্রুভ কোকিং স্টোভ (আইসিএস) কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর আওতায় ঘাসফুল তার কর্ম-এলাকায় বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের নারীদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং স্বস্তিতে রান্নাবান্নায় উন্নতচুলা/বন্ধুচুলা সরবরাহ করবে। বাংলাদেশে প্রথম জিটিজেড এই প্রযুক্তি নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে গ্রামীণ শক্তিসহ আরো অনেক বেসরকারী সংস্থা এই প্রযুক্তি বাংলাদেশে প্রমোট করে। ওয়ল্ড ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় ইডকল বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে উন্নতচুলা/বন্ধুচুলা প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। তারই অংশ হিসেবে ঘাসফুল গত বছরের শেষের দিকে কাজ শুরু করে। মুলত: ঘাসফুল কর্ম-এলাকায় গ্যাস বঞ্চিত অথবা যারা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের সামর্থ্য রাখেন না তাদের জন্য উন্নতচুলা/বন্ধুচুলা কার্যক্রম হাতে নেয়। পরিবেশ দুষণ রোধ, ধুঁয়াজনিত নানা রোগ-ব্যধি থেকে পুঁজিহীন সাধারন নাগরিকের জীবনে সামান্য স্বস্তি আনা এই কর্মসূচীর লক্ষ্য।

প্রকাশনার ১২ বছর পূর্তি
ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

মহিলা উদ্যোক্তা তৈরীতে ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ (এমই) সেল

ঘাসফুল উপকাভোগীদের জন্য ব্লক-বাটিক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

তাজুল ইসলাম খান।। বার্তা প্রতিনিধি : "চাকুরী খুঁজতে নয়, নিজের কিছু সৃষ্টি করতে ঘর থেকে বেরিয়েছি" এই দীক্ষা নিয়ে ঘাসফুল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সেল দীর্ঘদিন ধরে নারী উদ্যোক্তা তৈরীর কাজ করে যাচ্ছে। কর্ম-এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের স্ব-নির্ভর এবং আত্মচালিত করার লক্ষ্য নিয়ে ঘাসফুল এমই সেল নিয়মিত ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ঘাসফুল এমই সেল সাধারণতঃ সদস্যদের প্রকল্প সন্ধান, প্রকল্প যাচাই, প্রকল্প পরিকল্পনা, পুঁজি যোগান, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। তথ্যসূত্রে দেখা যায়, শহর ও গ্রামে ঘাসফুল এমই সেলের আওতায় এপর্যন্ত বহু গৃহিনী কিংবা কর্মহীনকে ছোট ও মাঝারি পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল গত ২৪-২৭ নভেম্বর ২০১৩ চারদিনব্যাপী পিকেএসএফ এর 'ফেডেক' প্রকল্পের আওতায় 'ব্লক-বাটিক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণে ঘাসফুল উপকারভোগী নারীদের উপযোগ্য করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক পাঠদান ও নির্দিষ্ট বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে এই প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন, জনাব মারুফুল করিম চৌধুরী (হেড অব ফিনান্স এন্ড একাউন্টস), জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম খান (প্রোগ্রাম ম্যানেজার - মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ), সিন্ধু দাশ (ট্রেইনার), সেলিনা আক্তার (ট্রেইনার)। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সনদ বিতরণ করেন আবেদা বেগম (সহকারী পরিচালক- মাইক্রোফিন্যান্স)।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনূর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

বিজয় দিবস '১৩ উদ্‌যাপন

পটিয়ায় চলছে ব্র্যাক এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ইএসপি)

মোঃ নাজিম উদ্দিন।। বার্তা প্রতিনিধি : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল এর উদ্যোগে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ পটিয়া উপজেলার বুধপুরা ইউনিয়নস্থ উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৭টায় স্থানীয় স্কুলের শহীদ মিনারে

>> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস' ১৩ পালিতঃ চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার এর ৩ বছরে পদার্পণ

নওগাঁর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চক্ষুসেবা

মোঃ শামসুল হক। নওগা প্রতিনিধি : ঘাসফুল ভিশন সেন্টার এর সক্রিয় অংশগ্রহণে নওগাঁ নগরীতে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল এর সহযোগিতায় ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনষ্টিটিউট এন্ড হসপিটাল এর উদ্যোগে এবারের 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস-২০১৩' পালিত হয়। এবারের বিশ্ব দৃষ্টি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, "সার্বজনীন দৃষ্টি সেবা, নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করুন"। এ উপলক্ষে একটি র‍্যালি নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় থেকে শুরু হয়ে সিটি আই হসপিটালে গিয়ে শেষ হয়। নওগাঁর এডিশানাল পুলিশ সুপার জনাব মোঃ খোরশেদ আলম এর নেতৃত্বে র‍্যালীতে ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক শামসুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ড্যাফোডিল >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্প

বাল্যবিয়ে ও পারিবারিক সহিংসতা রোধে চলছে জনসচেতনতা তৈরি

মহিলা উঠান বৈঠক *পুরুষ উঠান বৈঠক*

জান্নাতুল মাওয়া।। বার্তা প্রতিনিধি : ঘাসফুল USAID এর অর্থায়নে প্ল্যান বাংলাদেশের সহযোগিতায় পিএইচআর প্রোগ্রামের অধীনে পটিয়া উপজেলার আটটি ইউনিয়নে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্প গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর' ১৩ পর্যন্ত ০৮টি ইউনিয়নে মোট ৯৬টি উঠান-বৈঠক এবং ৪টি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে ০৪টি স্কুল আউটরিচ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়।

উঠান বৈঠক : পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুলের পিএইচআর কার্যক্রমে বড় উঠান, কোলাগাঁও, হাবিলাসদ্বীপ,শিকলবাহা, জুলধা, চরপাথরঘাটা, চরলক্ষ্যা ও কাশিয়াইশ এই ৮টা ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ীর উঠানে পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতন হওয়ার জন্য মহিলাদের নিয়ে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৮০টি উঠান বৈঠক করা হয়। নারীদের জন্য উঠান বৈঠকের পাশাপাশি এসকল ইউনিয়নে পুরুষদের নিয়েও ৮টি ইউনিয়নে ১৬টি বৈঠক করা হয়। নারী ও পুরুষদের এসকল আলাদা আলাদা বৈঠকে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের উপর ফ্লিপচার্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠ ও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এসকল বৈঠকে পুরুষ ও মহিলারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বাল্যবিয়ে, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতন হয়ে সমাজের পুরাতন ধারণাগুলোর বিপরীতে তাদের নতুন ধারণা পেশ করে এবং বাল্যবিয়ে না দেয়া, যৌতুক না দেয়ার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

স্কুল আউটরিচ প্রোগ্রাম: পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুলের স্কুল আউটরিচ প্রোগ্রাম, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বড় উঠান, কোলাগাঁও, হাবিলাসদ্বীপ, শিকলবাহা এই ৪টি ইউনিয়নে যথাক্রমে দৌলতপুর, লাখেরা, চরকানাই ও কালারপোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮টা ক্লাসে মোট ৪টা >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org